নামাজে মন ফেরানো

প্রকাশনা – ১১ [এগারো]
প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০২২
ISBN:

প্রকাশক – দ্বীন পাবলিকেশন
www.facebook.com/deenpublication
email: deenpublications@gmail.com
+88 01303 77 12 22, +88 01303 77 12 02

বাংলাবাজার পরিবেশক
তারুণ্য প্রকাশন, শপ # ১৩, ২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৯৭৯৪৫৬৭২২, ০১৯৭৯৪৫৬৭২১

অনলাইন পরিবেশক
❒ বইভ্যালি ❒ রকমারি ❒ ওয়াফি লাইফ ❒ নিয়ামাহ শপ ❒ সিয়ান শপ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৩৫০ টাকা ❒ Price: 20 USD

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Namaze Mon Ferano by Shaikh Abdul Nasir Jangda, Translated by Sharin Shafi Odrita, Edited by Maolana Hasan Shuaib, Published by Deen Publication, Dhaka, Bangladesh

সূচিপত্র

অর্পণ ৫
সূচিপত্র ৭
প্রকাশক কথন ১১
সম্পাদক কথন ১৭
অনুবাদিকার কথা ২০
বই নিয়ে কিছু কথা ২৩

অধ্যায় ১ : সূচনা

সূচনা ২৪
আপনার ভিতটা মজবুত আছে তো? ৩০
নামাজ কি আপনার বিষণ্ণতার ওষুধ? ৩৪
শাইখের জীবনের একটি সত্য ঘটনা ৩৭
রবের কালামের ছোঁয়ায় নামাজ ৩৯

অধ্যায় ২ :খুশু—সালাতের প্রাণ

খুশু কী? ৪৫

অধ্যায় ৩ : আযান—শাফায়াত লাভের হাতিয়ার

আযান—শাফায়াত লাভের হাতিয়ার ৫০
আযান শোনার পর করণীয় ৫০
আযানের উত্তরে আমরা কী বলব? ৫০
আযান শেষে করণীয় ৫২

দুআ কবুল হয় আযানের পর ৫৩
আযানের ডাকে সাড়া দেয়া আবশ্যক ৫৪
আযান–গুনাহ মাফের উপায় ৫৫

অধ্যায় ৪ : ওযু—ঈমানের অর্ধেক

ওযু—ঈমানের অর্ধেক ৫৮
ওযু কীভাবে ঈমানের অর্ধেক? ৫৮
ওযু সংরক্ষণের গুরুত্ব ও উপকারিতা ৫৯
নবীজির শেখানো দুআ, যা ওযুর পর পাঠ করতে হয় ৬৫

অধ্যায় ৫ : আপনি প্রস্তুত তো নামাজের জন্য?

নামাজ শুরুর আগে করণীয় ৭০
নামাজে খুশু থাকার পূর্ব শর্ত ৭২
এক. লাইফস্টাইলে পরিবর্তন আনা ৭২
দুই. নামাজ শুরু করার আগে ৭২
তিন. নামাজরত অবস্থায় খুশু ৭৪

অধ্যায় ৬ : নামাজে বহুল পঠিত তাসবীহর ব্যাখ্যা

নামাজে পঠিত তাসবীহর ব্যাখ্যা ৭৫
নামাজে ‘আল্লাহু আকবার’ এর অর্থ ৭৫
নামাজে পড়া সানার অর্থ এবং ব্যাখ্যা ৭৬
বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম ৮৫

অধ্যায় ৭ : নতুন করে সূরা ফাতিহা উপলব্ধি

নতুন করে সূরা ফাতিহা উপলব্ধি ৮৬
আপনি কি জানেন আল্লাহ আপনার কথার জবাব দিচ্ছেন? ৯৫

অধ্যায় ৮ : রুকু ও সিজদাহ

রুকু এবং সিজদা ৯৭
রুকু থেকে উঠার দুআ—একটি বিস্ময়কর ঘটনা ৯৯
সিজদায় অন্যান্য দুআ ১০০

অধ্যায় ৯ : তাশাহুদ, দরুদ ও দুআ মাসূরা

তাশাহুদ ১০২
দরুদ ১০৬
দুআ মাসূরা ১২১
তাশাহুদ এর বিস্ময়কর তাফসীর ১২৫

অধ্যায় ১০ : দুআ—মুমিনের হাতিয়ার

নামাজ শেষে পঠিত দুআসমূহ ১৩৪
দুআ—মুমিনের হাতিয়ার ১৪২
দুআ কীভাবে কাজ করে? ১৪৬
নবীদের দুআ থেকে শিক্ষা ১৬৪
নামাজ শেষে যিকির ১৬৭
ইস্তিগফার—যে দুআ সকল মুশকিল আহসান করে দেয় ১৬৮
তাসবীহ-তাকবীর-তাহলীল-তাহমীদ পাঠের ফযিলত ১৮২
দুআ কুনুতের অর্থ ১৮৩
দুআ কবুল না হবার কারণসমূহ ১৮৫
ফিরিশতারা যাদের জন্য দুআ করেন ১৯২

অধ্যায় ১১ : নামাজে মধুরতা আনব কীভাবে?

নামাজকে মধুর করার কিছু কলাকৌশল ১৯৪
নামাজের আগে ১৯৪
নামাজের মধ্যে ১৯৭
নামাজ শেষে ১৯৭

অধ্যায় ১২ : নামাজ এবং বাস্তবতা

নামাজ এবং বাস্তবতা ১৯৯
সোনামণিদের নামাজ ২০২
নামাজের দিকে এসো, সাফল্যের দিকে এসো ২০৪
ফোন আসছে ২০৮

রিসেট, রিস্টার্ট, রিভাইভ! ২১১
পারফিউম কথন এবং নামাজ ২১৫

অধ্যায় ১৩ : সালাত নিয়ে বরেণ্যদের বয়ান

মদ না দুআ? ২১৮
রেজাউল করিম

সালাত: অজানা মনোজগতের হারানো চাবি ২২৬
ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি

নামাজের পাঁচ ওয়াক্ত কেন? ২৩২
শাইখ ড. আকরাম নদভী

সালাত—ন্যায়পরায়ণতার প্রোগ্রামিং ২৩৪
ডা. জাকির নায়েক

মনের মতো সালাত ২৪১
ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.

অধ্যায় ১৪ : সালাত বিষয়ক আয়াত

সালাত বিষয়ক আয়াত ২৫০

অধ্যায় ১৫ : সালাত বিষয়ক হাদিস

সালাত বিষয়ক হাদিস ২৫৪

অধ্যায় ১৬ : উপসংহার

শেষ কথা ২৭০

অনুবাদিকার কথা

‘নামাজে মন ফেরানো’ বইটি লেখার পেছনের গল্পটা যতবার বলি, ততবারই গা শিউরে ওঠে। ঘটনাটা শুরু হয় এক দ্বীনি আলোচনার মজলিসে। সেদিন উস্তাদ ক্লাসে ঢুকে তার বক্তব্য শুরু করার আগে আমাদেরকে একটা অদ্ভুত কাজ করতে বলেন।

তিনি সবাইকে আমাদের মুঠোফোনটা বের করে সামনে রাখতে বললেন। এরপর বললেন, আমরা যেন মুঠোফোনের ক্যামেরা অপশনে যাই এবং ক্যামেরার সেলফি মোড অন করে নিজের দিকে তাক করি। বাধ্য ছাত্রীর মতো আমরা সবাই শাইখের কথামতো কাজ করলাম। শাইখ ঠিক কী করতে চাচ্ছেন সেটা তখনও কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের বেশ অপ্রস্তুত লাগছিল।

তখন শাইখ আমাদেরকে বলা শুরু করলেন,

‘প্রিয় ছাত্রীরা, আমি কিন্তু অনর্থক তোমাদেরকে এই কাজটি করতে বলিনি। তোমরা এখন এই অবস্থানে থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করবে। ধরো, তোমাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, এখন থেকে কয়েক মুহূর্ত পরেই তোমার মৃত্যু হবে! চিরতরে ওপারের অনন্তকালের জীবনে তুমি চলে যাবে। যাবার বেলায় এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে একটা ছোট সুযোগ দেয়া হলো এই ভিডিওটির মাধ্যমে তোমার জীবনের শেষ মেসেজটি ধারণ করতে। তোমার আপনজনের কাছে, পরিবারের কাছে এবং সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহর কাছে তোমার এই মেসেজটি পৌঁছে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। মৃত্যুর আগে এই দুনিয়ার জন্য তুমি ঠিক কী কী রেখে যেতে চাও?

গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো তো, তুমি কবরের আলো হিসেবে তোমার কোন আমলগুলো রেখে যাচ্ছ? নিজের সাদাকায়ে জারিয়াহগুলোকে তুমি কীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছ? মুসলিম উম্মাহর জন্যই বা তুমি কী উপকারী বস্তু রেখে যাচ্ছ? এই সবগুলো পয়েন্ট চিন্তা করে জীবনের শেষ ভিডিও বার্তাটি এখন তোমরা সবাই তৈরি করবে। তোমাদেরকে সময় দিলাম পাঁচ থেকে সাত মিনিট। এবং সময় শুরু হচ্ছে এখন থেকে...!' বলেই তিনি ঘড়ি ধরা শুরু করলেন।

পুরো ক্লাসে পিন পতন নীরবতা। শাইখের কথা শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যদিও তিনি কাল্পনিক একটা পরিস্থিতির কথা বলছেন। তারপরও সেটা কল্পনা করতে গিয়ে একটা ভীষণ ধাক্কা খেলাম। আসলেই তো! আমি যদি এখনই এই মুহূর্তে মরে যাই আমার কবরের আলো হয়ে থাকবে এরকম কি সাদাকায়ে জারিয়াহ আমি নিজের জন্য রেখে যাচ্ছি? নিজের চিন্তার জগতে অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগলাম। তেমন কিছুই আসলে খুঁজে পেলাম না।

মুসলিম উম্মাহর জন্য কী রেখে যাচ্ছি সেটা তো অনেক পরের কথা! আমি যদি আজকে মারা যাই, কালকেই পৃথিবীর বুক থেকে আমার নাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমার প্রিয় মানুষরা হয়তো আমার কবর পর্যন্ত যাবে। কয়েকদিন অথবা কয়েক মাস আমাকে অনেক স্মরণ করবে, শোক করবে। কিন্তু তারপর বাস্তবতার বেড়াজালে জড়িয়ে সবাই যার যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে।

সম্মোহিতের মতো তখনও বসে আছি আর নানান চিন্তার জাল থেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বের হবার চেষ্টা করছি। কিছু বোঝার আগেই পাঁচ মিনিট শেষ হয়ে গেল। আমি ভিডিও বার্তায় কিছুই বলতে পারলাম না। নিজের অপারগতার কথা চিন্তা করে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠল। সেই মুহূর্তেই ঠিক করে ফেললাম আমাকে এমন একটা কাজ করে যেতে হবে যেটা মৃত্যুর পরেও আল্লাহ কবুল করলে আমার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে। মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী একটা প্রজেক্টের অংশ হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ভাবছি কী করা যায়? আমার মতো সাধারণ একজন মানুষ এমন কী প্রজেক্টের উপর কাজ করবে যা তার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে? ভাবতে ভাবতে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হলো,

আচ্ছা, এমন কিছু করলে কেমন হয় যদি আমি বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য নামাজকে জীবন্ত করতে সাহায্য করি?

আমরা—মুসলিমরা কয়জন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব যে আমাদের নামাজ প্রতিদিন আমাদের চোখকে শীতল করছে? অন্তরকে প্রশান্ত করছে? আমরা কয়জন এমন নামাজ পড়ি যা আমাদেরকে সকল প্রকার অশ্লীল এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখছে? জীবনে চলার পথে নানা বাধাবিপত্তির এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যখন আমরা ধরাশায়ী হয়ে যাই, আমরা কয়জন আমাদের নামাজকে বিপদ থেকে উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করি? আমরা কি বলতে পারব যে, আমি সারা জীবন এমন নামাজ পড়তে পেরেছি যা আমার জন্য অবশ্যই কবরের আলো হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ?

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের বেশিরভাগ মুসলিমদের জন্য উপরের প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দেয়াটা কষ্টসাধ্য। সেই কষ্টকে স্বস্তিতে রূপান্তরিত করারই একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার নাম 'নামাজে মন ফেরানো'। আলহামদুলিল্লাহ।

ঐদিন ক্লাসের সেই স্মরণীয় ঘটনাটির পরপরই ঠিক করে ফেলেছিলাম যে, আল্লাহ কবুল করলে আমার জীবনের সাদাকায়ে জারিয়াহ প্রজেক্টটি হবে নামাজ নিয়ে ইনশাআল্লাহ। রোবটিক এবং প্রাত্যহিক এই মহামূল্যবান নামাজকে যান্ত্রিকতার চক্র থেকে বের চক্ষু এবং অন্তর শীতলতাকারী সফল ইবাদতে রূপান্তরিত করার একটি বিনম্র প্রচেষ্টাস্বরূপ এই বইটি লেখা।

'নামাজে মন ফেরানো' একটি স্বপ্নের নাম! এবং আমার রব কবুল করলে, এটি আমার কবরের আলো হবে বলে আশা রাখি ইনশাআল্লাহ। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের শুরু হলো আপনি এই বইটি হাতে তুলে নেয়ার মাধ্যমে। আপনাকে অভিনন্দন! আল্লাহ আপনার এই প্রচেষ্টা কবুল করুক এবং আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে নামাজ এবং সত্যের উপর অটল রাখুন। আমিন।

কখন যে আমাদের রবের কাছে ফিরে যাবার ডাক চলে আসবে, সেটা কেউ বলতে পারি না। হতে পারে সেটা আগামী বছর, আগামী মাস, অথবা আগামী কাল। এই ঠুনকো জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মটিকে আরো সুন্দর, মধুর, অর্থপূর্ণ এবং সফল করার এই যাত্রায় আপনাকে স্বাগতম।

শারিন সফি অদ্রিতা
১৮ অক্টোবর, ২০২০

(৩) যাকাত আদায় করা।
(৪) হজ করা।
(৫) রমাদান মাসের রোজা রাখা।[১৫]

অর্থাৎ ঈমান আনার পর একজন মানুষের উপর প্রথম যেটি পালন ফরজ হয়ে পড়ে সেটি সালাত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দার যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেয়া হবে তা হচ্ছে তার নামাজ। সুতরাং যদি তার নামাজ সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামাজ) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[১৬]

সুবহানআল্লাহ! আমরা তৈরি আছি তো কিয়ামতের দিন আমাদের রবের সামনে এই নড়বড়ে ভিত্তি নিয়ে দাঁড়াতে?

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের সময় বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন,

> 'হে বিলাল, তুমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে আমল করেছ তার কথা আমাকে বলো। কেননা, জান্নাতে আমি তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।' বিলাল রা. বললেন, 'দিন বা রাতে যখনই আমি ওযু করি, তখনই আমি সামর্থ্য অনুযায়ী নামাজ পড়ি।[১৭] এছাড়া আর তেমন কিছুই করি না।'[১৮]

সুবহানআল্লাহ! ওযু করে দুই রাকাত নামাজ আদায়ের মতো একটা ছোট্ট অভ্যাস। এটাই তাকে সমুন্নত মর্যাদা দান করেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন! সুবহানআল্লাহ!

---

[১৫] সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৮; সহীহ মুসলিম , হাদিস নং ১২২

[১৬] আবু দাউদ ৮৬৪

[১৭] তাহিয়্যাতুল ওযু

[১৮] সহীহ বুখারী ১০৮৩

যদি কারো জীবনের সবকিছু হারিয়ে যায় কিন্তু নামাজ ঠিক থাকে, তারপরও সে ব্যর্থ নয়। কিন্তু কারো জীবন থেকে যদি নামাজ হারিয়ে যায়, অন্য সব ঠিক আছে মনে হলেও এটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

আপনার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আর কী হতে পারে? আল্লাহর সাথে আপনার সেই সম্পর্কের শক্তি এবং সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য নামাজের থেকে মহৎ ইবাদত আর নেই। নামাজ হচ্ছে আল্লাহর সাথে আপনার সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম।

*****

একবার একটি দুর্দান্ত প্রজেক্টের উপর কাজ করছিলাম। নেট থেকে খুঁজে খুঁজে ভালো ভালো প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ইত্যাদি বের করে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়াশোনা করছিলাম প্রজেক্টের অংশ হিসেবে। বেশ ভালোই কাজ চলছিল। হঠাৎ করে বাসার ওয়াইফাই কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ওয়াইফাই কেটে যাওয়ার সাথে সাথেই সবরকমের ওয়েবসাইট, ইউটিউব লেকচার এবং সোশাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো মুহূর্তের মধ্যে অকেজো হয়ে গেল। মোটামুটি বেকার অবস্থায় কম্পিউটারের সামনে পড়ে আছি।

ঠিক তখনই ওয়াক্তের আযান শুনতে পেলাম। সুবহানআল্লাহ, সেই মুহূর্তে আমাকে একটা উপলব্ধি ভীষণভাবে নাড়া দিল যে, আমার সাথে আমার রবের সম্পর্কটা যেন অনেকটা এই **"ওয়াইফাই"** কানেকশনের মতন। সেটা যদি ঠিক থাকে, তাহলে জীবনের বাকি সমস্ত সম্পর্কগুলোও ঠিক থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি আমার এই সম্পর্কতে ঘাটতি পড়ে, তাহলে সেটার প্রতিফলন জীবনের অন্যান্য সম্পর্কগুলোতেও পড়বে। এই উপলব্ধিটা আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যিনি তাওফিক দিয়েছেন উপলব্ধি করার! সাময়িকভাবে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়াটাও যেন আমার জন্য একটা নিয়ামতস্বরূপ!

*****

আপনার-আমার জান্নাতের বাড়ির ভিতকে মজবুত করার কাজটি প্রতিনিয়ত করে যেতে হবে। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এই ভিত মজবুতীকরণ

এমন কোনো কাজ নয় যা হুড়মুড় করে কোনোমতে একবার করলাম এবং পর মুহূর্তেই সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছে গেলাম। বরং এটি একটি পরিচর্যার ব্যাপার এবং এই যাত্রা সারাজীবনের। আপনার এই সফরে বইটির পরবর্তী অধ্যাগুলো সঙ্গী হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ। যখনই নামাজের মাধুর্যে ভাটা পড়বে, তখনই বইটা হাতে তুলে নিবেন। আপনার ভিত্তিটা মজবুত করার জন্য এবং আপনার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মূল সংযোগকে স্থিতিশীল করে নেয়ার জন্য।

দুনিয়াতে বাড়িঘর সব ভেঙে দেউলিয়া হয়ে গেলেও একটা না একটা আশা থাকে আবার নিজেকে গড়ে তোলার। কিন্তু আখিরাতে যদি আমরা দেউলিয়া হয়ে যাই, তাহলে সেই জায়গা থেকে ফেরত আসার আর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে আমাদের নামাজের মাধ্যমে তাঁর সাথে একটা শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার তাওফিক দিন; যা আমাদের দুনিয়াকে করবে কল্যাণকর এবং আখিরাতকে করবে সফল, ইনশাআল্লাহ।

রবের কালামের ছোঁয়ায় নামাজ

সূরা মুমিনুনের শুরুতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন, বিশ্বাসীরা অবশ্যই বিজয়ী হবে! বিজয়ী তারাই যারা নামাজে বিনম্রতা অবলম্বন করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

> "মুমিনরা সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাজে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে।"[১৯]

সূরা আল মুদ্দাসসিরে আল্লাহ তাআলা সেই সকল মানুষদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা জাহান্নামে পতিত হয় এবং তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে কী তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিয়ে আসলো? তখন তারা উত্তরে অনেকগুলো কারণের সাথে প্রথম যে কারণটি উল্লেখ করবে সেটাই নামাজ সংক্রান্ত। তারা বলবে যে, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না যারা নামাজ আদায় করত! সুবহানআল্লাহ!

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ

> "কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবে, 'আমরা নামাজ আদায়কারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না।'"[২০]

সূরা বাকারার ২৩৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, বান্দারা যেন

---

[১৯] সূরা মুমিনুন ২৩ : ১-২

[২০] সূরা মুদ্দাসসির ৭৪ : ৪২-৪৩

নামাজ অনেকটা বাধার মতো আপনার প্রতিদিনের রুটিনে। অনেক জরুরী কাজ আপনাকে সম্পন্ন করতে হয়। নামাজটা শুধু মাঝখানে চলে আসে। কিন্তু চরম সত্য হলো, আমাকে-আপনাকে নামাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে ভাই/(বোন)। আপনার জীবন-মরণ উল্লেখের আগে আল্লাহ তাআলা সালাতের উল্লেখ করেছেন। সালাতের জন্যই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নবী-রাসূলদের প্রতি প্রথম আদেশ ছিল এটাই। আমরা মনে করি, নবী-রাসূল তো হচ্ছেন তারা, যারা মানুষকে শুধু আল্লাহর পথে ডাকবেন। সূরাতুল মুদ্দাসির থেকে আমাদের এই বুঝ হয়। আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾

> "হে চাদরাবৃত। যাও, মানুষদেরকে সতর্ক করো।"[২৬]

কিন্তু সূরা মুদ্দাসির এর আগে সূরা মুজ্জামিল। আর সূরা মুজ্জামিলে প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কী করতে বলা হয়েছে? সালাত পড়ার জন্য। আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾

> "হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন (সালাত পড়ুন) কিছু অংশ বাদ দিয়ে।"[২৭]

সবার প্রতি নসিহা হলো, দেরিতে ঘুমাতে যাবেন না। দেরিতে ঘুম থেকে উঠবেন না। সারারাত ল্যাপটপে, মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকবেন না যদিও সেটা ইসলামিক লেকচার হয়। কারণ, এভাবে আপনারা ফজর মিস করে ফেলবেন। এটা কোনো ইসলামিক জীবনাদর্শ হলো না। নামাজের যত্ন নিন। স্পেশালি ফজর নামাজের যত্ন নিন। ফজরের কুরআন আপনার জন্য সাক্ষী হয়ে থাকবে কাল কিয়ামতের ময়দানে। এটার সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে। আল্লাহ নিজেই সাক্ষী থাকবেন সাথে ফিরিশতারাও! যারা আপনার কাজ-কর্মের

[২৬] সূরা মুদ্দাসির ৭৪ : ২

[২৭] সূরা মুজ্জামিল ৭৩ : ১-২

হিসেব লিপিবদ্ধ করছেন, তারা সবাই আপনার এই কুরআন পাঠের সাক্ষ্য দিবেন।

আল্লাহ নিজেই ফজরের কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে এমনটা বলেছেন। আল্লাহ বলেন—

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

> সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, আর ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন করো), নিশ্চয়ই ফজরের সালাতের কুরআন পাঠ (ফিরিশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়।[২৮]

কীভাবে আপনি ফজরে উপস্থিত থাকবেন? তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাবার অভ্যাস দ্বারা। কীভাবে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাবেন? রাতে বিভিন্ন ভিডিও দেখা বন্ধ করুন। যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই থাকুক না কেন, সেগুলোকে পরেরদিনের জন্য রেখে দিন। ব্যস্ততা থাকবেই। সেটাকে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর ক্ষেত্রে অজুহাত হিসেবে দ্বার করাবেন না। এশার সালাতের পর সব কাজ বন্ধ করুন। ফজরের জন্য ঘুম থেকে উঠুন। এশার সালাত সময়মতো জামাতে পড়ুন। এভাবে শুরু করুন। মসজিদের প্রত্যেক ওয়াক্তের জামাত ধরুন।

অন্তত পক্ষে ফজর এবং এশা জামাতে পড়ুন। আপনি ফজর এবং এশা মসজিদে আদায় করতে পারলে অন্য নামাজগুলো মসজিদে আদায় করা সহজ হবে। আর যদি না পারেন, তাহলে এটাই আপনার কাজ। এটা নিয়ে আপনার চিন্তাভাবনা করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ঐসব মানুষে পরিণত হওয়া থেকে দূরে রাখুন, যাদের কাছে সালাত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।

---

[২৮] সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭ : ৭৮

আযান–গুনাহ মাফের উপায়

কোনো ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করলে তার ঐ কাজের জন্য একটি শাস্তি নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু এই শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তাআলা অনেকগুলো উপায় রেখেছেন। কিছু কিছু উপায় আমাদের হাতে আছে যেমন তাওবা, ইস্তিগফার, ভালো কাজ করা, অন্যের জন্য দুআ করা ইত্যাদি। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা অন্য মানুষদের অনুমতি দিবেন আমাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়ার। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত তাঁর উম্মতের জন্য এবং তাঁর ইস্তিগফার তাঁর উম্মতের জন্য। এর জন্য তিনি যা করবেন, তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করবেন আল্লাহ যেন তাঁর সমগ্র উম্মতকে ক্ষমা করে দেন।

আমরা কীভাবে নবীজির শাফায়াত পেতে পারি?

নবীজির সময়ে সাহাবীরা সরাসরি তাঁর কাছে যেতেন। কুরআনে এসেছে;

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

> "আর যদি তারা যখন নিজদের প্রতি জুলুম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পেত।"[৪৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে থাকার কারণে তাদের এই মহা সুযোগটা ছিল। সাহাবাদের এ সুযোগটা ছিল কিন্তু আমাদের তা নেই। বহু আশীর্বাদের দরজা তাদের জন্য খোলা ছিল। তার মাঝে অন্যতম হলো, ভুল কিছু করে ফেললে তারা সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বলতে পারতেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি অন্যায় করে ফেলেছি। দয়া করে আল্লাহর কাছে দুআ করুন তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।" আমাদের জন্য এই আশীর্বাদের দরজাটি খোলা নেই। আমরা তো তাঁর কাছে যেতে পারব না।

---

[৪৩] সূরা নিসা ৪ : ৬৪

যাই হোক, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "তোমাদের আমলগুলো সোম এবং বৃহস্পতিবারে আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়। যদি ভালো পাই, আমি আমার উম্মতের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর যদি বিপরীত পাই, আমি আল্লাহর কাছে উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[৪৪]

আর এটা সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাহাজ্জুদের নামাজে তাঁর উম্মতের গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন।

আমরা আরো জানি, প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দুআ প্রদান করা হয়েছে, যা কবুল করা হবে বলে তাঁদের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। নিজের জন্য কল্যাণকর কিছু প্রার্থনা করে সেই দুআটি সকল নবীই দুনিয়াতে ব্যবহার করে ফেলেছেন। কিন্তু, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি রেখে দিয়েছেন শেষ বিচারের দিনের জন্য। তিনি তাঁর উম্মতের শাফায়াতের জন্য এটি ব্যবহার করবেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াতের মাধ্যমে আমাদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। এখন, এই দুনিয়াতে তো আমাদের পক্ষে সরাসরি তাঁর নিকট শাফায়াত চাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চাইতে পারব।

কিন্তু আসল পয়েন্ট হলো, আল্লাহ সব মানুষকে এই সুযোগ দিবেন না। তিনি কিছু মানুষকে বাছাই করবেন এর জন্য। আল্লাহ সুবহানু তাআলা সিদ্ধান্ত নিবেন কারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াতের যোগ্য হবেন।

এজন্য প্রতিটি আযানের শেষে আমাদের দুআ করা করা উচিত। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "যে কেউ এই দুআ আন্তরিকতার সাথে করবে, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত তার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।"

সুবহানআল্লাহ!

---

[৪৪] মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ: ৯ / পৃ: ২৪

সর্বোপরি আযান শোনার সাথে সাথে মানসিকভাবে অন্তরকে নামাজের দিকে নেয়া শুরু করে দিবেন। অন্য যে কাজের মধ্যে ছিলেন, সেখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা শুরু করবেন। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করতে পারলে তো সর্বোত্তম! সব সময় হয়তো আযানের ৩০ মিনিটের মধ্যেই নামাজ আদায় করা সম্ভব হয় না এটা আমরা বুঝি। তবে আযানের সাথে সাথে দুআ করেই আমাদের প্রথম চিন্তা হওয়া উচিত "নামাজটা পড়ে ফেলা উচিত!" কারণ আল্লাহর ডাক এসেছে, "সালাতের দিকে আসো, সাফল্যের দিকে এসো"। আমি আযান শোনার পরেও নামাজকে পাশে ঠেলে এই মুহূর্তে যেই কাজটাই করছি, তার চেয়েও বড় সাফল্য অর্জিত হবে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে, ইনশাআল্লাহ!

ওযু—ঈমানের অর্ধেক

আযানের পরেই নামাজে মনোযোগী হবার পরবর্তী ধাপ আসে ওযুর মাধ্যমে। আসুন ওযু সংক্রান্ত একটি হাদিসের দিকে দৃষ্টিপাত করি। একটি হাদিসের প্রায়ই অপরিপূর্ণ (অসম্পূর্ণ) অনুবাদ করা হয়। হাদিসটি হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'আত-তুহুরু শাতরুল ঈমান'।

সাধারণত এ হাদিসটির অনুবাদ করা হয়ে থাকে এভাবে—**"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক"**। শাব্দিক অনুবাদ এটাই, তবে এই অনুবাদে সামগ্রিকভাবে শব্দের যথার্থতা প্রকাশ পায় না। কারণ, 'তুহুর' শব্দটি পবিত্রতার অর্থ প্রকাশ করলেও এই হাদিসে শব্দটি বিশেষ একপ্রকার পবিত্রতাকে নির্দেশ করে। আর এ হাদিসটি যে ধরনের পবিত্রতার কথা বলছে তা হলো, ওযুর মাধ্যমে অর্জিত পবিত্রতা। কেননা এই হাদিসে উল্লিখিত 'তুহুর' শব্দটি দ্বারা অন্য হাদিসে ওযুকে নির্দেশ করা হয়েছে। এজন্য এ হাদিসটিরও অনুবাদ হওয়া উচিত—**"ওযু করা ঈমানের অর্ধেক"**।

ওযু কীভাবে ঈমানের অর্ধেক?

ওযু কীভাবে ঈমানের অর্ধেক তা নিয়ে আমাদের গবেষকগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর জবাব অত্যন্ত সহজ। কিছু প্রশ্ন করলেই আমরা এর জবাব পেয়ে যাব।

ওযু কারা সম্পাদন করে? আমরা কখন ওযু করি? ওযু করার উদ্দেশ্য কী?

আমরা জানি, ওযু হলো সালাতের চাবি। যারা নিয়মিত ওযু করে তারা সালাত আদায়কারী। এখন, যারা সালাত আদায় করে, তারা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের অন্যান্য রুকনসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। কেউ কেউ সালাত আদায় না করেও রমাদানের সাওম পালন করে। এমন অনেক রয়েছে, যারা সালাত আদায় করে না, কিন্তু হজ পালন করতে যায়। কেউ কেউ সালাত আদায় করে না, কিন্তু দরিদ্রদের কমবেশি দান করে। এমনটি হতে পারে।

তবে এটা অভাবনীয় যে, কেউ একজন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে কিন্তু কোনো ওজর ছাড়াই সে রমাদানের সাওম পালন করে না। যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের অন্যান্য রুকনসমূহ প্রতিষ্ঠা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এটাই প্রকৃত অভিজ্ঞতা, যা আমাদের সকলেরই রয়েছে। যে ব্যক্তি নিয়মিত মুসল্লি বা নামাজী, যে সর্বদাই নিয়মমাফিক সালাত আদায় করে, সে স্বভাবতই রমাদানের সাওম পালন করে, হজ পালন করে, যাকাত আদায় করে। এসব কিছু পালনের বিষয়ে সালাত এবং ওযু বিষয়টি সম্পৃক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি নিয়মিত ওযু করে, সে ইসলামের অন্যান্য রুকনসমূহও আদায় করে। সুতরাং "আত-তুহুরু শাতরুল ঈমান" বা "ওযু করা সমগ্র ঈমানের অর্ধেক" এ বক্তব্য যথার্থ ও সঠিক।

ওযু সংরক্ষণের গুরুত্ব ও উপকারিতা

মুসনাদে আহমাদে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "তোমরা পথে অবিচল থাকো এবং এর শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করো। তুমি কখনোই সব দিক থেকে পরিপূর্ণ হতে পারবে না। আর জেনে রাখো, সালাত হলো তোমাদের সর্বোত্তম আমল এবং মুমিন ব্যতীত কেউই ওযু সংরক্ষণ করে না।"[৪৫]

আমরা আবারও এখানে দেখতে পাচ্ছি, ওযু এবং ঈমান এ দুটিকে পরস্পর সংযুক্ত বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। "মুমিন ব্যতীত কেউই ওযু সংরক্ষণ করে না", এখানে ওযু রক্ষা করা বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?

---

[৪৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২২৪৩৬; ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ২৭৭

নামাজে পঠিত তাসবীহর ব্যাখ্যা

অনেক কথা হলো! এবার আমরা জানব নামাজের মধ্যে পঠিত বিভিন্ন তাসবীহ, বাক্যমালা ইত্যাদির অর্থ এবং বিশদ ব্যাখ্যা। প্রিয় পাঠক, নড়েচড়ে বসুন ইনশাআল্লাহ। এই বইয়ের সবচেয়ে চুম্বকাংশের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নামাজে 'আল্লাহু আকবার' এর অর্থ

আমরা নামাজ শুরু করি 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধার মাধ্যমে। এছাড়াও নামাজের প্রত্যেক ওঠা-বসায় আমরা 'আল্লাহু আকবার' বলি। এটার সবচেয়ে সরল একটি অনুবাদ হচ্ছে "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ অথবা আল্লাহ সবচেয়ে বড় অথবা আল্লাহ সবচেয়ে মহান!" ইংরেজিতে এটা হবে "Allah is the greatest." মজার ব্যাপার হলো, এই অনুবাদটি প্রকৃত পক্ষে হওয়ার কথা "Allah is greater" (Not greatest).

একটু ব্যাখ্যা করি। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'আকবার' শব্দটি 'ইসমে তাফযীল' (শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক) এর একটি রূপান্তর। এই শব্দটি কারো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ই তাকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করার জন্য। তাহলে সহজ বাংলায় 'আল্লাহু আকবার' এর অর্থ হবে **'আল্লাহ অন্য সব কিছুর থেকে বড়।'**

এখন যদি প্রশ্ন জাগে, আমরা কেনই বা নামাজে আল্লাহকে 'অন্য সব কিছুর থেকে বড় বলছি?' এর উত্তরে রয়েছে চমৎকার এক ব্যাখ্যা! নামাজ শুরুর পর অন্য অনেক কিছুর খেয়াল আমাদের মনে উদয় হয়। এখানেই ভাবতে হবে, নামাজ শুরু করার পরে, যে জিনিসের চিন্তাটাই আমাকে আল্লাহ থেকে অমনোযোগী

করে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটার থেকে আল্লাহ বড়!

'আল্লাহু আকবার' এর মাঝে 'অন্য সবকিছু' উহ্য ধরতে হবে। মনে করতে হবে 'আল্লাহু আকবার' এর পরে একটি শূন্য স্থান আছে। সেই শূন্য স্থানে বসবে, 'মিন কুল্লি শাইয়িন'—অন্য সব কিছু থেকে।

তাহলে 'আল্লাহু আকবার' এর প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ সবচেয়ে বড়_____ থেকে, আর এই শূন্য স্থান পূরণ করতে আমরা সেটাই বসিয়ে দিব, যেটা আমাকে নামাজের মধ্যে আল্লাহর থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। যেমন, নামাজ পড়তে পড়তে স্কুলের হোমওয়ার্ক বা চাকরির কথা মনে পড়ল, যেই আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার', তার মানে আমার এই হোমওয়ার্ক বা চাকরির থেকে আল্লাহ বড়! সিজদা থেকে উঠতে উঠতেই অফিসের বসের কথা মনে পড়ল। যেই বললাম, 'আল্লাহু আকবার', নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম যে, অফিসের বসের থেকে আল্লাহ বড়। নামাজে দাঁড়িয়ে চুলায় বসানো রান্নার কথা মনে হচ্ছে, কিন্তু রান্নার থেকে আল্লাহ বড়!

দুনিয়ার যে কাজটার কথাই আমি নামাজের মধ্যে ভেবে ভেবে আল্লাহর প্রতি অমনোযোগী হচ্ছি, সেখান থেকে মনোযোগ সরিয়ে এই খেয়াল আনতে হবে, এই কাজের থেকে আল্লাহ বড়! এজন্যই প্রায় প্রতিটা ধাপেই আমরা 'আল্লাহু আকবার' বলি। রুকুতে যেতে, সিজদায় যেতে, দুই সিজদার মাঝে, আবার সিজদা থেকে উঠতে! প্রতিটি পর্যায়ে 'আল্লাহু আকবার' এর ব্যবস্থা এমনভাবে করে দেয়া হয়েছে যেন আল্লাহকে ভুলে যেতে গেলেও আবার 'আল্লাহু আকবার' মনে করিয়ে দেয় যে, আসলে এই মুহূর্তে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় আমার কাছে আল্লাহর থেকে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই! আল্লাহু আকবার!

নামাজে পড়া সানার অর্থ এবং ব্যাখ্যা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَوَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"সুবহানাকাল্লাহুম্মা, ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারকাসমুকা, ওয়া তাআলা জাদ্দুকা, ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা"

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনি অতি পবিত্র (অর্থাৎ, আপনার কোনো ত্রুটি নেই, ভুল নেই) এবং সকল প্রশংসা আপনার জন্য (অর্থাৎ কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক আপনি সব সময় প্রশংসিত এবং আমি সারাজীবন আপনার প্রশংসা করেই যাব।) আপনার নামগুলো সবচেয়ে বরকতপূর্ণ, আপনার নির্ধারিত হুকুম সবচেয়ে উচ্চ এবং আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহা নেই। (অর্থাৎ, আপনি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কোনো সত্য ইলাহা ও মা'বুদ নেই, আমি কখনোই আপনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না। অর্থাৎ, কাউকে আপনার থেকে বেশি গুরুত্ব দিব না।)'

*****

সুবহানাকাল্লাহুম্মা, ওয়া বিহামদিকা (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ)

অর্থ: 'আমাদের আল্লাহ সবচেয়ে নিখুঁত, তিনি সমস্ত ভুল হতে পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য।'

একটু খেয়াল করি, আমরা মানুষরা জীবনে এই দুইটা জিনিসই খুব চাই; Perfection (নিখুঁত হতে) এবং Praise (প্রশংসা পেতে)। অর্থাৎ, নিজেদের জন্য আমাদের সবকিছু পারফেক্ট (নিখুঁত) হতে হবে। আমরা চাই পারফেক্ট একটি কর্মজীবন, পারফেক্ট জীবনসঙ্গিনী, পারফেক্ট একটি বাড়ি! আর অন্যের কাছে আমরা আশা করি প্রশংসা। আমরা খুব চাই যে—পরিবারে, সমাজে অন্যেরা আমাদের প্রশংসা করুক, সমাদর করুক!

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মানুষের জীবনের বেশিরভাগ কষ্ট আসে এই দুইটি জিনিসের অভাবে। হয়, নিজেরা পারফেক্ট কিছু করতে পারিনি, তাই নিজের উপর হতাশ। না হলে অন্যের কাছে যেই প্রশংসা-সমাদর আশা করেছি সেটা পাইনি, তাই অন্যের উপর হতাশ! চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ বারবার নামাজে আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, ত্রুটিহীনতা এবং প্রশংসা—এই দুইটি বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আয়ত্তে; আমাদের আয়ত্তে না।

যখনই আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে বলছি, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা (আল্লাহ তুমি অতি পবিত্র, ত্রুটিহীন), ওয়া বিহামদিকা (এবং সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য); সাথে সাথে আমরা আল্লাহর সামনে নিজেদের ত্রুটিপূর্ণতার কথা মেনে নিচ্ছি। অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে সমাদর না খুঁজে একমাত্র আল্লাহর দিকে মনোযোগী হচ্ছি।

নতুন করে সূরা ফাতিহা উপলব্ধি

এরপর আমরা পাঠ করি চিরচেনা সূরা ফাতিহা। চলুন এবারে আমরা নতুন করে সেই সূরা ফাতিহা উপলব্ধি করব, ইনশাআল্লাহ।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফিরিশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম বসে ছিলেন। হঠাৎ জিবরীল আলাইহিস সালাম উপর থেকে একটা শক্ত শব্দ শুনতে পেলেন এবং মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

> 'এটি হচ্ছে আকাশের এমন একটি দরজার শব্দ যা আগে কোনো দিন খোলা হয়নি। সেই দরজা দিয়ে এমন একজন ফিরিশতা আসলেন যিনি আগে কখনো পৃথিবীতে আসেননি। সেই ফিরিশতা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আপনি দুটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করে আনন্দিত হোন। যা আপনাকে দেয়া হয়েছে তা আপনার আগে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। সেই দুইটি নূর হচ্ছে, সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত।' [৬০]

সুবহানআল্লাহ! সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আমাদের কি একবারও মনে হয় যে এটি আল্লাহর তরফ থেকে আসা এমন এক নূর যা এই উম্মতকে ছাড়া আর কোনো উম্মতকে পূর্বে দেয়া হয়নি?!

এটা মাথায় রেখে পরের অংশগুলো পড়ুন যে, এই সূরা আপনার জন্য পাঠানো আল্লাহর তরফ থেকে আসা বিশেষ আলো।

---

[৬০] সহীহ মুসলিম ৮০৬

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

*****

রব.

আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের সাথে নিজের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি আমাদের রব, প্রভু, মনিব। আরবী 'রব' শব্দটি দ্বারা এমন সত্তাকে বোঝানো হয়, যিনি দিন এবং রাতের প্রতিটি সেকেন্ড আমাদের দেখভাল করে যাচ্ছেন। আমাদেরকে সৃষ্টির সূচনা থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করে ধীরে ধীরে বড় করে তোলেন। হ্যাঁ, আল্লাহই আমাদের রব। আমাদের প্রত্যেকটা হৃদ-স্পন্দন তত্ত্বাবধান, আমাদের খাওয়ানো, পড়ানো, সুস্থ রাখা, আমাদের অনুরোধগুলো শোনা, আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা—এই সবই 'রব' শব্দটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ আমাদের প্রভু, আমরা তাঁর গোলাম। আমরা আল্লাহর সম্পত্তি। নিজেকে কারো গোলাম ভাবতে অনেকের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে। কারণ, মানুষ স্বভাবতই স্বাধীন থাকতে পছন্দ করে। তাছাড়া দুনিয়াবী দৃষ্টিতে প্রভুরা তার দাসের উপর ক্ষমতার জোর খাটায়, অত্যাচার করে।

কিন্তু আমাদের আল্লাহ রব্বুল আলামিন অন্যরকম প্রভু। তিনি এমন প্রভু যিনি তাঁর গোলামের সাথে কখনো অন্যায় করেন না। তিনি তাঁর বান্দাকে ধরে-বেঁধে রাখেন না, বরং বান্দাদেরকে একটা নির্দিষ্ট পরিধি পর্যন্ত স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার দান করেন। এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে হিদায়াতের পথে থাকতে হবে সেটার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনাও তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের হাত-পা-মুখ সবকিছুই আল্লাহর। খুব সীমিত সময়ের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে আমানত হিসেবে কিছু জিনিসের উপর ক্ষমতা দিয়েছেন। এই ক্ষমতাকে কীভাবে ব্যাবহার করতে হবে, সেটাও বলে দিয়েছেন কুরআনের আয়াতে আয়াতে। একদিন আমাদের দেহের উপর আমাদের ক্ষমতা থাকবে না। সেই কিয়ামতের দিন আমাদের নিজেদের হাত-পাগুলি শুধুই আল্লাহর কথা শুনবে। আমাদের কর্ম অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। তাই, আল্লাহকেই সব কিছুর নিয়ন্তা ভেবে আমরা খুশি খুশি এই আয়াতের মাধ্যমে নিজেদের দাসত্ব আল্লাহর কাছে স্বীকার করি। আর যদি দাসত্বের অনুভূতি না আসে, তবে শুধু

আয়াত পাঠটাই আমাদের দ্বারা হবে, এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে না আমাদের অন্তরে।

আমরা দাসেরা তাই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকি। তিনি এমন একজন রব, যার জন্য সমস্ত প্রশংসা নির্ধারিত! আরবী 'হামদ' এমন প্রশংসা জ্ঞাপন শব্দ, যা শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। শব্দটা প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা দুইটাই ইঙ্গিত করে। আমরা এই আয়াত পাঠ করে, স্বীকার করছি, প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য। এই অনুভূতি আসতে হবে হৃদয়ের গভীর থেকে। আর কেউ যখন মন থেকে প্রশংসা করে কাউকে ধন্যবাদ দেয়, তার কৃতজ্ঞতা হয় নির্ভেজাল। আমরাও সূরা ফাতিহাতে নির্ভেজালভাবে আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ করি।

*****

আলহামদুলিল্লাহ

এখানে আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এই আয়াতের বিশ্লেষণে বোঝা যায়, 'আল্লাহ চির প্রশংসিত সত্তা।' তিনি আমাদের প্রশংসার বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। আমাদের প্রশংসার আসলে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই; দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আল্লাহর প্রশংসা ছেড়ে দিলেও আল্লাহর রাজ্য থেকে একটা কিছু কমে যাবে না। তাঁর মাহাত্ম্য কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নয়। আবার দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মিলে আল্লাহর প্রশংসা করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেও সেটার ফলে আল্লাহর মহিমা এতটুকু বেড়ে যাবে না। তাঁর মাহাত্ম্য কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নয়। আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলি বা না বলি, আল্লাহ সবসময়ই প্রশংসিত! 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আমরা আল্লাহর কোনো উপকার করছি না। বরং লাভটা আমাদের নিজের!

যখন একজন মাকে দেখি তার বুকের ধন সন্তানকে কবর দিয়ে এসে বলছে 'আলহামদুলিল্লাহ! আমার ছেলে এখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে জান্নাতে খেলছে'; একজন ভাইকে দেখি চাকরি হারিয়েও বলছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! আরো অনেক কিছুই তো হারাতে পারতাম'; একজন বোনকে দেখি বিছানায় শুয়ে প্রচণ্ড অসুস্থতায় বলছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! এই কষ্টের মাধ্যমে আল্লাহ আমার গুনাহগুলি মাফ করে দিচ্ছেন'—তখন আলহামদুলিল্লাহর

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' মানে 'আমার বান্দারা, তোমরা আমার কাছে চাও, দুআ করো, আমি কবুল করব।'[১৩৬] আল্লাহ তাআলা এখানে বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস দিচ্ছেন, সাথে অনুপ্রাণিত করছেন, আমরা যেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। জীবনের প্রয়োজন যেন আল্লাহর কাছেই পেশ করি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসে বলেন,

> "আল্লাহ তোমার দুআর জবাব দেবেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আল্লাহকে ডাকো। জেনে রাখো, গাফেল (অমনোযোগী ও অসাড়) অন্তরের দুআর জবাব দেয়া হয় না।"[১৩৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একদিন বলেছেন,

> 'ভাইটি আমার, কোনো কিছু চাইতে হলে কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই চাইবে।'[১৩৮]

আর তাই, আমাদেরকে জানতে হবে আল্লাহর কাছে কীভাবে চাইব। অন্যভাবে বলতে পারি, কোন কোন বিষয়গুলো দুআ কবুলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা জানা আমাদের জন্য আবশ্যক।

এক) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যখন প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এবং যখন সাহায্য চাইবে তখন শুধু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।"[১৩৯]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

---

[১৩৬] সূরা মুমিনুন ২৩ : ৬০

[১৩৭] সুনানে তিরমিজি : ৭৪৭৯

[১৩৮] সুনানে তিরমিজি : ২৫১৬

[১৩৯] সুনানে তিরমিজি : ২৫১৬ , আলবানী সহিহুল জামে গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন

> "আর নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।"[১৪০]

দুআ কবুল হবার শর্তগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ শর্ত পূরণ না হলে কোনো দুআ কবুল হবে না, কোনো আমল গৃহীত হবে না।

অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মৃত ব্যক্তিদেরকে মাধ্যম বানিয়ে তাদেরকে ডাকে। তাদের ধারণা, যেহেতু তারা পাপী ও গুনাহগার, আল্লাহর কাছে তাদের কোনো মর্যাদা নেই; তাই এসব নেককার লোকেরা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করিয়ে দিবে এবং তাদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা করবে। এ বিশ্বাসের কারণে তারা এদের মধ্যস্থতা ধরে এবং আল্লাহর পরিবর্তে এ মৃত ব্যক্তিদেরকে ডাকে।

অথচ আল্লাহ বলেছেন,

> "আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন আপনি বলে দিন) নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী। দুআকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই।"[১৪১]

দুই) দুআর ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়ো না করা: তাড়াহুড়ো করা দুআ কবুলের ক্ষেত্রে বড় বাধা। হাদিসে এসেছে,

> "তোমাদের কারো দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়ো করে বলে যে, 'আমি দুআ করেছি; কিন্তু, আমার দুআ কবুল হয়নি।'"[১৪২]

সহীহ মুসলিমে[১৪৩] আরো এসেছে,

---

[১৪০] সূরা জিন ৭২ : ১৮

[১৪১] সূরা বাকারা ২ : ১৮৬

[১৪২] সহীহ বুখারী : ৬৩৪০ ও সহীহ মুসলিম : ২৭৩৫

[১৪৩] সহীহ মুসলিম : ২৭৩৬

> "বান্দার দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোনো পাপ নিয়ে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দুআ করে। বান্দার দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাড়াহুড়ো বলতে কী বোঝাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'যখন কেউ বলে যে, আমি দুআ করেছি, কিন্তু আমার দুআ কবুল হতে দেখিনি। তখন সে ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং দুআ করা ছেড়ে দেয়।'"

তিন) হারাম থেকে বেঁচে থাকা: আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের থেকেই কবুল করেন।"[১৪৪]

এ কারণে যে ব্যক্তির পানাহার ও পরিধেয় হারাম সে ব্যক্তির দুআ কবুল হওয়াকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদূরপরাহত বিবেচনা করেছেন। হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যিনি দীর্ঘ সফর করেছেন, মাথার চুল উশকোখুশকো হয়ে আছে; তিনি আসমানের দিকে হাত তুলে বলেন, 'ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব!' কিন্তু, তার খাবার-খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন-জীবিকাও হারাম; তাহলে এমন ব্যক্তির দুআ কীভাবে কবুল হবে?[১৪৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, 'হারাম ভক্ষণ করা দুআর শক্তিকে নষ্ট করে দেয় ও দুর্বল করে দেয়।'

চার) আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা: আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা নিয়ে দুআ করা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা করে আমি তেমন।"[১৪৬]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে এসেছে,

---

[১৪৪] সূরা মায়িদা ৫ : ২৭]

[১৪৫] সহীহ মুসলিম : ১০১৫

[১৪৬] সহীহ বুখারী : ৭৪০৫ ও সহীহ মুসলিম : ৪৬৭৫

নামাজ এবং বাস্তবতা

একবার ইসলামিক সমাবেশে একজন উস্তাদকে এক ছাত্রী জিজ্ঞেস করল, 'আমি কীভাবে আমার নামাজের প্রতি আরো মনোযোগী হতে পারি?' উস্তাদের উত্তরটা ছিল ভিন্নধর্মী কিন্তু চমৎকার! তিনি বললেন, 'দিনের রুটিনগুলোকে গোছানোর শুরুতে সব সময় নামাজকে সবার আগে প্রাধান্য এবং গুরুত্ব দিবেন।' কিন্তু আমরা করি উল্টো। আমরা অফিস, স্কুল, রান্নাবান্না ইত্যাদি সব কাজের সময়গুলো দিনের রুটিনের মধ্যে বসিয়ে সামান্য একটু সময় বাকি থাকলে সেটা নামাজের জন্য রেখে দিই।

অথচ আমাদের উচিত নামাজের সময়গুলোকে সবার আগে দিনের রুটিনে বসিয়ে, এরপর যে সময়টুকু বাকি রইল সেখানে দিনের অন্য সব কাজ, দায়-দায়িত্বের অংশগুলো সেট করা। Make your daily routine around the salah, do not make your salah go around your daily routine.

> (অর্থাৎ নামাজকে ঘিরে আপনার প্রতিদিনের রুটিন তৈরি করুন, আপনার রুটিনকে ঘিরে নামাজের সময় কোনোমতে বের করবেন না।)

খুব পাওয়ারফুল একটা কথা! আমরা যদি ছোটবেলা থেকে সবার আগে নামাজের জন্য পাঁচটা সময় নির্ধারণ করতাম অথবা দিনে নামাজের বাইরের সময়টাতে অন্যান্য কাজগুলো ভাগ করে দিতাম, তাহলে আমরা নামাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া শিখতাম। এবং কখনোই আমাদের কাছে নামাজকে কোনো অতিরিক্ত কাজ বলে মনে হতো না। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই কঠিন!

সন্ধ্যার সময়ে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম আর মাগরিবের নামাজটা কাযা হয়ে গেল। 'বাসায় গিয়ে পড়ে নিব' এই ধোঁকায় নামাজের সময় শেষ! একটা বিয়ের

দাওয়াতে গেলাম আর এশার নামাজটা কাযা করে আসলাম। যদি ভ্রমণের মধ্যে থাকি তাহলে ক্লান্তি এবং ঘুমে জড়িয়ে সবার আগে নামাজের কথা ভুলে যাই। কোনো পাবলিক প্লেস, শপিং মল, পিকনিক অথবা মার্কেটে গেলে কেনাকাটার ফাঁকে নামাজের ওয়াক্ত কোন ফাঁকে শুরু হয়ে কোন ফাঁকে শেষ হয়ে যায় সেটা টেরই পাই না। নামাজটা আমাদের কাছে যেন ঐচ্ছিক কিছু, আস্তাগফিরুল্লাহ। যেহেতু আমাদের এই ভিত্তিটাই নড়বড়ে, সেহেতু আমাদের জীবনের সবগুলো অধ্যায়ই নড়বড়ে অবস্থায় রয়ে যায়। নামাজ কায়েম করতে হবে এটা সবাই জানি। কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেন আমরা নামাজকে ধারণ করার সময়ে আমরা পিছিয়ে যাই। সেক্ষেত্রে দৃঢ়তা বজায় রাখতে কিছু বাস্তবিক চর্চার কথা বলছি, ইনশাআল্লাহ;

- **এক.** সব সময় নিজের সাথে একটা বহনযোগ্য ছোট জায়নামাজ নিয়ে রাখা। এখন দেশীয় বিভিন্ন অনলাইন শপগুলোতে ছোট কাপড়ের জায়নামাজ পাওয়া যায় যেগুলো ছোট রুমালের মতো ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেয়া যায়। দোকানে পাওয়া না গেলেও নিজের জন্য একটা ছোট জায়নামাজ বানিয়ে নেয়াটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। অথবা জায়নামাজ না থাকলে ছোট একটা পরিষ্কার কাপড় বা ওড়না ব্যাগের মধ্যে রাখলেও চলবে। যেন যে যখন যে অবস্থাতেই থাকি না কেন নামাজের সময় হলে সেটা বিছিয়ে নামাজ পড়া যায়।

- **দুই.** যেকোনো সাপ্তাহিক/মাসিক রুটিন করার সময়, কোনো আয়োজন বা অনুষ্ঠান অথবা বাইরে বের হবার পরিকল্পনা করার সময়, নামাজের কথা সর্বপ্রথম মাথায় রাখা এবং সবার আগে নামাজটা কোথায়, কখন, কীভাবে পড়া হবে সেটা ঠিক করে নেয়া। ওযু করে নেয়া অথবা কোথায় ওযু করা হবে সেটাও ঠিক করে নেয়া। অনেকে বুদ্ধি করে সকাল সকাল বের হয়ে কাজ সেরে চলে আসেন যেন কোনো নামাজের ওয়াক্ত পথের মধ্যে না পড়ে যায়।

- **তিন.** একটা দারুণ ব্যাপার হচ্ছে, এখন বাংলাদেশের বেশ কিছু শপিংমল এবং মার্কেটে মহিলাদের এবং পুরুষদের জন্য আলাদা নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সেজন্য যদি কোনো কাজে মার্কেটে যেতে হয় তাহলে এমন মার্কেট অথবা শপিংমল বাছাই করে নেয়া যেখানে আলাদা নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

- **চার.** আমার এক পরিচিত ভাই আছে যিনি যখনই কোনো নতুন প্রজেক্ট অথবা

চাকরিতে একটা নতুন কোনো গ্রুপের সাথে কাজ করা শুরু করেন, তিনি সবার আগে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, আমি মন লাগিয়ে পুরোটা সময় কাজ করব। কিন্তু যখন নামাজের সময় আসবে তখন আমাকে আপনারা পাবেন না। নামাজ পড়া শেষ করে তবেই আমি আবার কাজে ফেরত আসব ইনশাআল্লাহ। সুবহানআল্লাহ! শুধু তার এই ইতিবাচক মানসিকতা ও দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ তাআলা তার রিযিক, জীবন এবং চাকরিতে যে পরিমাণ বরকত এবং রহমত দিয়েছেন তা আমার নিজের চোখে দেখা আলহামদুলিল্লাহ। তিনি এ ব্যাপারে সব সময় অটল এবং অনড় ছিলেন দেখে সব ক্ষেত্রে মানুষও তাকে সম্মান করতেন। যখন আপনি দুনিয়ার মানুষের সন্তুষ্টির চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বেশি প্রাধান্য দিবেন, তখন আল্লাহ আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনেই সম্মান দিবেন।

- **পাঁচ.** আপনি নতুন চাকরীতে জয়েন করেছেন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, এই পরিস্থিতিগুলোতে সবার আগে খুঁজে বের করুন নামাজের কোনো ঘর আছে কি না? একটু খোঁজ খবর নিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন তাগাদা সহকারে। এই জায়গাটা খুঁজে রাখলে, ওয়াক্ত হলে সহজেই সেখানে গিয়ে নামাজ পড়া যাবে।

- **ছয়.** যদি একান্তই কোনো "নামাজ ঘর" এর মতন জায়গা পাওয়া না যায়, তাহলে যতটুকু সম্ভব একটি কর্নারে কোনো মানুষের কাজের মধ্যে অথবা যাওয়া-আসা পথের মধ্যে না পড়ে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করে দিবেন। তবুও নামাজ বাদ দেয়া যাবে না।

- **সাত.** আমাদের দেশে বিয়েতে আনুষ্ঠানিকতার নামের যে পরিমাণ অবাধ্যতা এবং নির্লজ্জতার উৎসব চলে সেখানে সব কিছু করার কথা মনে থাকলেও নামাজের কথা ভুলে যাওয়া হয়। এমন কোথাও বিয়ের যাওয়ার আমন্ত্রণ থাকলে আগে থেকেই হলরুমে অথবা সেন্টারে কোনো নামাজের জায়গা আছে কি না সেটা কাউকে জিজ্ঞেস করে নিবেন। অথবা ওয়াক্তের মধ্যে পড়লে বাসা থেকে আগেই নামাজ পড়ে তারপর বের হবেন।

- যদি বিয়েটা নিজেরই হয়, সেক্ষেত্রেও নানান ব্যস্ততার এবং হুলস্থুলের মধ্যে আপনি যেন আপনার নামাজের ওয়াক্ত মোটেও ভুলে না যান সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন।

মনের মতো সালাত

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে বসে আছেন। ইতোমধ্যে একজন সাহাবী মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়ে নবীজির কাছে এসে সালাম দিলেন। নবীজি বললেন, 'যাও, তুমি আবার নামাজ পড়ে এসো। তোমার নামাজ হয়নি।' সাহাবী গিয়ে আবার নামাজ পড়ে নবীজির সামনে এলেন। তিনি এবারও বললেন, 'তোমার নামাজ হয়নি, আবার পড়ে এসো।' তৃতীয়বারে এসে সাহাবী অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এর চেয়ে সুন্দর করে আমি নামাজ পড়তে পারি না। দয়া করে আমাকে শিখিয়ে দিন।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

> 'শোনো, প্রথমে নামাজে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াবে। তারপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয়, তা পাঠ করবে। রুকু করবে, রুকুতে শান্ত হয়ে যাবে। রুকু শেষে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির হবে। এরপর সিজদা দিবে, সিজদাতে গিয়েও স্থিরতা বজায় রাখবে। সিজদার পর স্থির হয়ে বসবে। এভাবেই পুরো নামাজ শেষ করবে।'[১৮৬]

একটু কি ভেবে দেখবেন, আপনি যখন রুকু কিংবা সিজদা করেন, তখন কি

---

[১৮৬] বুখারী, মুসলিম

মনের ভুলেও কখনো খেয়াল করেন যে, আপনি কার সামনে রুকু করছেন! কার সামনে লুটিয়ে পড়ছেন সিজদায়?

জীবনে কবরের সিজদা দেখেছেন? আজকাল ইন্টারনেটে পীরের সামনে সিজদার দৃশ্য দেখা যায়। খেয়াল করে দেখবেন, পীরের সামনে যে নির্বোধরা সিজদা করে, তাদের মাঝে কোনো তাড়াহুড়ো থাকে না। কাকের মতো ঠোকর দিয়েই ওঠে না। জানে পীর বাবা তার সামনে আছে, বেয়াদবি করা যাবে না। কবরে যখন সিজদা করে খটাস করে মেরে উঠে পড়ে না কি? প্রতিমার সামনে সিজদা দেখেছেন কখনো? খটাস[১৮৭] করে মেরে উঠে পড়ে না কি?

আমাদের কী দুর্ভাগ্য! কবরপূজারি কবরে গিয়ে কত ভক্তি নিয়ে সিজদা করে পড়ে থাকে। পীরের পূজারি কত আবেগ নিয়ে শ্রদ্ধার সাথে সিজদা দিয়ে পড়ে থাকে। প্রতিমাপূজারি প্রতিমার সামনে কত আবেগ আর ভালোবাসা নিয়ে সিজদা দিয়ে পড়ে থাকে। আর আল্লাহর উপাসকরা আল্লাহর সামনে সিজদা দেয়ার সময় চট করে উঠে পড়ে। এই আমাদের ঈমান ভাইয়েরা! এমনই কি হওয়া উচিত ছিল ভাইয়েরা! আমি তো নামাজ পড়ছি আল্লাহকে সিজদা করার জন্য। নামাজে আমার মাবুদকে সিজদা করব, আমার মনের কথা বলব। কিছু না পারি, আরবী এক হরফ পারি বা না পারি, সিজদায় গিয়ে তো পড়ে থাকা যায়!

*****

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন রুকু করবে শান্ত হয়ে যাবে।' আমরা আল্লাহর সামনে নত হয়ে নিজের দাসত্ব প্রকাশের জন্যই তো নামাজে দাঁড়িয়েছি। কিচ্ছু পারিনি, সব মাফ। কিন্তু মাথাটা নিচু করে রুকুতে গেলাম আর যান্ত্রিকভাবে দ্রুততার সাথে রুকুর তাসবীহ পড়লাম। তারপর দেখা যায় দুঃখজনক দৃশ্য। অধিকাংশ মুসল্লি পুরো সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেবের আগেই সিজদাতে চলে যায়। আর একাকী নামাজির অবস্থা তো আরো নাজুক। যখন একা একা সুন্নাত পড়া হয়, রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে যেন রুকু থেকেই সিজদায় চলে যাচ্ছে। তাহলে 'সামিআল্লা হুলিমান হামিদা' কখন পড়ল?

---

[১৮৭] খুব দ্রুত কাজ করা

অনেকে দাঁড়ানোর ভাব নিলেও সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সিজদায় চলে যায়।

বিশ্বাস করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> ‘যে ব্যক্তি রুকু-সিজদা চুরি করে, এইভাবে খেয়ালহীন এবং মোরগের মতো ঠোকর দিয়ে নামাজ পড়ে সে আমার উম্মত হয়ে মরতে পারবে না।’

নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে আপনার অনেক কিছুই মাফ হতে পারে। কিছু সময় এমন আছে, কাপড় পাক নেই মাফ, টুপি নেই মাফ, ওযু নেই, মাফ! যখন আপনি সিজদায় মাথা নোয়ালেন, তখন কেন পড়ে থাকলেন না। কী অভিযোগ ছিল আপনার?

সব সময় একটা কথা মনে রাখতে হবে, নামাজ আমার সবচেয়ে বড় ইবাদত, আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে আমার মূল মারিফত, মূল তরিকত, মূল সেতুবন্ধন। সেই ইবাদতে আর কিছু না পারি, আমি যে আমার মাবুদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমার মাবুদ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, আমার অন্তর তিনি দেখছেন, আমার চোখ তিনি দেখছেন, আমার ইবাদত দেখছেন। সেই মাবুদের সামনে আমি অন্তত একটু সময় নিয়ে দাঁড়াই।

*****

দেখুন, আমরা অনেকেই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি সূরা-কিরাত ঠিকমতো পড়তে পারি না, ভুলে যাই। এটা হতেই পারে। কিন্তু ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম’ তো ভুলে যাওয়ার কথা না। তাহলে অন্তত রুকুতে গিয়ে অন্তরে আল্লাহর মহব্বত নিয়ে ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম’ বেশি বেশি পড়ার চেষ্টা করুন।

মানুষ পীরের সামনে মাথা নত করে সিজদা করে কত কথা বলে। পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ কান্না করে কত কথা বলে। আর আপনি আল্লাহর সামনে মাথা নত করে কান্না করতে পারেন না, তাহলে আপনি আল্লাহর কেমন বান্দা হলেন!

কাজেই আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশের জন্য রুকু-সিজদা সুন্দর করার কোনো বিকল্প নেই। রুকু থেকে উঠে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলুন,

সালাত বিষয়ক হাদিস

[এক]

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা (সালাতের) কাতারসমূহে মিলে মিশে দাঁড়াবে। পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি, কাতারের ফাঁকা জায়গাতে শয়তান যেন একটি বকরির বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করছে।'[২০২]

[দুই]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোনো ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করেন।"[২০৩]

[তিন]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা কাতারগুলি সোজা করে নাও। পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাও । কাতারের ফাঁক বন্ধ করে নাও। তোমাদের ভাইদের জন্য হাতের বাজু নরম করে দাও। আর শয়তানের জন্য ফাঁক ছেড়ো না। মনে রাখবে, যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তার সাথে মিল রাখবেন, আর যে

---

[২০২] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৬৬৭

[২০৩] সহীহ তারগীব ৫০৫

ব্যক্তি কাতার ছিন্ন করবে (মানে কাতারে ফাঁক রাখবে), আল্লাহও তার সাথে (সম্পর্ক) ছিন্ন করবেন।"[২০৪]

[চার]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে যে আমলটির হিসাব সর্বপ্রথম নেয়া হবে তা হচ্ছে নামাজ। যদি এ হিসাবটি নির্ভুল হয় তবে সে সফল হবে ও নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর যদি এ হিসাবটিতে ভুল বা ত্রুটি দেখা যায় তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরজগুলোর মধ্যে কোনো কমতি থাকে তবে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, দেখো, আমার বান্দার কিছু নফলও আছে কি না, তার সাহায্যে তার ফরজসমূহের কমতি পূরণ করে দাও। এরপর সব আমলের হিসাব এভাবেই নেয়া হবে।'[২০৫]

[পাঁচ]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি এই সালাত যথাযথভাবে ও সঠিক নিয়মে আদায় করতে থাকবে তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি নূর, অকাট্য প্রমাণ ও মুক্তি নির্ধারিত হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সালাত সঠিকভাবে আদায় করবে না, তার জন্য নূর, অকাট্য দলিল ও মুক্তি কিছুই হবে না, বরং কিয়ামতের দিন তার পরিণতি হবে কারুন, ফিরাউন, হামান, উবাই ইবনু খালফের সাথে।'[২০৬]

[ছয়]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারির সামগ্রী তৈরি করে রাখেন।'[২০৭]

---

[২০৪] রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ১০৯৮

[২০৫] তিরমিজি

[২০৬] মুসনাদু আহমাদ: ৬২৮৮

[২০৭] সহীহ বুখারী: ৬২২